দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারনা সমূহ

সম্পদ

অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এই দ্রব্য গুলোকে সম্পদ বলে থাকি। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

অর্থনীতিবিদদের নিকট সব জিনিস সম্পদ নয়। সম্পদ হতে হলে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেসব দ্রব্যের উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তর যোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা আছে তাকে সম্পদ বলে।

- উপযোগ বলতে বোঝায় দ্রব্যের অভাব মেটানোর ক্ষমতা।
- অপ্রাচুর্যতা হলো চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত।
- হস্তান্তর যোগ্যতা হলো হাত বদলের ক্ষমতা।
- বাহ্যিকতা হলো বাহ্যিক রূপ থাকতে হবে।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদের প্রকারভেদ

উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার

প্রাকৃতিক সম্পদঃ প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে সব মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন ভূমি বনভূমি সম্পদ নদনদী ইত্যাদি।

মানবিক সম্পদঃ মানুষের মানবীয় গুণাবলী কে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন- শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ।

উৎপাদিত সম্পদঃ প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয় তাকে মানুষের তৈরি সম্পদ বা উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি।

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ব্যক্তিগত সম্পদ
২. সমষ্টিগত সম্পদ
৩. জাতীয় সম্পদ ও
৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ

বালাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম জনবহুল। আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে কৃষি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ, শক্তি সম্পদ, পানি সম্পদ ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, চিনামাটি, কয়লা, কঠিন শিলা, খনির তেল, তামা ইত্যাদি।

বনজ সম্পদ

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালো রাখার জন্য কমপক্ষে সে দেশের মোট আযতনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমির মধ্যে প্রায় শতকরা ১১.১ ভাগ। বাংলাদেশের বনভূমি কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. সুন্দরবন
২. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
৩. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি
৪. সিলেটের বনভূমি
৫. দিনাজপুর ও রংপুর এর বনভূমি

প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখি, বন্য পশু-পাখি, সমুদ্র, নদী- নালা, খাল-বিল, হাওর এবং পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে।

শক্তি সম্পদ

আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অনেক। কলকারখানা, যানবাহন, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও গৃহকাজে শক্তি সম্পদের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। যেমন- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রী।

পানি সম্পদ

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানিসম্পদ প্রয়োজন বাংলাদেশের পানির উৎস প্রধানত তিনটি। যথা-

১. নদ-নদী খাল-বিল পুকুর ও সমুদ্র
২. বৃষ্টিপাত
৩. ভূগর্ভস্থ পানি

দ্রব্য

দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত বস্তুগত সম্পদ কে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো অবস্তুগত হলেও অর্থনীতিতে এগুলো দ্রব্য। যেমন- আলো, বাতাস ইত্যাদি। অতএব যেসব দ্রব্য মানুষের অভাব মেটাতে সক্ষম অর্থনীতিতে তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য বস্তুগত বা অবস্তুগত উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে তাই দ্রব্য।

দ্রব্যকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। যেমন-

অবাধলভ্য যোগ্য, অর্থনৈতিক দ্রব্য, ভোগ দ্রব্য, স্থায়ি ভোগ দ্রব্য, অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য, প্রাথমিক দ্রব্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য, চূড়ান্ত দ্রব্য, মূলধনী দ্রব্য।

পণ্যঃ যে সকল দ্রব্য ও সেবার উপযোগ আছে এবং যা বিক্রয় করা যায় তাকে পণ্য বলে।

সুযোগ ব্যয়

কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপর একটি দ্রব্যের উৎপাদন ত্যগ করতে হয়। এ ত্যাগকৃত পরিমাণকে বলা হয় সুযোগ ব্যয়। যেমন- একজন ব্যক্তি একটি জমিতে ধান ও পাট এক সাথে উৎপাদন করতে পারে না। যেকোন একটি উৎপাদন করতে হয়। যদি ব্যক্তি ধান উৎপাদন করতে চায় তাহলে পাট উৎপাদন ছেড়ে দিতে হবে। এ ত্যগকৃত পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়।

চয়ন

চয়ন শব্দের অর্থ নির্বাচন। অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী বাছাই করাকেই সুযোগ ব্যয় বলে। যেমন- উল্লেখিত উদাহরণে ধান ও পাটের মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি ধান উৎপাদনকে বাছাই করে নিল। এই বাছাই করাকে নির্বাচন বলে।

আয়

আয় বলতে সাধারণত কাজ করে অর্থ উপার্জন করাকে বোঝায়। অর্থনীতিতে আই হলো দ্রব্যসামগ্রীর প্রবাহের ফলে নতুন কোন সম্পদ সৃষ্টি করা। এ সৃষ্ট সম্পদ দিন সপ্তাহ মাস বা বছরের মতো নির্দিষ্ট সময় পরে পাওয়া যায়।

সঞ্চয়

মানুষ ভোগ করার জন্য আয় করে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আয়ের একটি অংশ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা নিজের কাছে রেখে দেয়। এ রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়।

$S = Y - C$

যেখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয় এবং C = ব্যয়

বিনিয়োগ

মানুষের সঞ্চয়কৃত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

ব্যবসায়ের সুনাম কে সম্পদ বলা হয়

সাধারণত সম্পদ বলতে ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা কে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে, যার যোগান সীমাবদ্ধ, যা মানুষের তৈরী এবং যার বিনিময় মূল্য আছে তাই সম্পদ। সম্পদ বস্তুগত ও অবস্তুগত দুই হতে পারে। ব্যবসায় সুনাম এমনই একটি অবগত সম্পদ। কেননা এর উপযোগ আছে, এর প্রাপ্যতা দুষ্প্রাপ্যতা আছে, এটি মানুষের তৈরি এবং সর্বোপরি এর বিনিময় মূল্য আছে।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলী করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন- শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে কৃষক জমিতে চাষ করা সব কাজই হলো অর্থনৈতিক কাজ।

অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ- অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। এসব কাজ মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থোপার্জনের ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন- পিতা মাতার সন্তান লালন পালন করা, খেলাধুলা করা, ধার্মিক লোকের ধর্ম চর্চা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজ।

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী দুই ধরনের

১. কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলী

বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষি এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত এ দেশের শ্রমশক্তির ৫০ ভাগ মানুষ নিয়োজিত জনসংখ্যার জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

২. অর্থনৈতিক কার্যাবলি

কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো- পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প কলকারখানায় কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রেললাইন রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি।